যুগান্তর

তারিখ ... 24 MAY 2010

পৃষ্ঠা ... 20 2

মেধাবীরাও ভর্তি সমস্যায়

মুশতাক আহমদ

এসএসসিতে ভালো ফলাফল করেও স্বস্তিতে নেই উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা। গোল্ডেন জিপিএ এবং জিপিএ-৫ অর্জন করেও মানসম্পন্ন কলেজে ভর্তির নিশ্চয়তা নেই। কোথায় ভর্তি হবে— এ নিয়ে দিশেহারা হয়ে এ কলেজ থেকে সে কলেজে ছুটতে হবে এবারের এসএসসি মেধাবীদের। এ ব্যাপারে আগামীকাল মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরে (মাউশি) বৈঠক ডেকেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কলেজ শাখা। বৈঠকে রাজধানীর সরকারি-বেসরকারি কলেজগুলোর অধ্যক্ষদের উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বৈঠকে কলেজে ভর্তির নীতিমালা এবং ভর্তির সমস্যা ও করণীয়, সরকারি ও বেসরকারি কলেজগুলোতে আসন বাড়ানো যায় কিনা, বাড়ানো গেলে কোন কলেজ কত আসন বাড়াতে পারবে, ভর্তি ফি আদায় এবং তা নির্ধারণ করাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়। আগামী সপ্তাহে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে অনুরূপ একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এ বৈঠকে শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যানগণ ও সরকারি-বেসরকারি কলেজগুলোর অধ্যক্ষদেরও ডাকা হবে। সেখানেই ভর্তির নীতিমালা ও ভর্তির তারিখ এবং আসন বাড়ানোর চূড়ান্ত ঘোষণা দেয়া হবে। আগামীকাল বৈঠক সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কলেজ শাখার কর্মকর্তা বলেন, ভর্তির জন্য আসন কোন সমস্যা হবে না। সরকারি-বেসরকারি কলেজগুলো মিলে পর্যাপ্ত আসন রয়েছে। তিনি বলেন, ভালো কলেজে ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতা বেশি হবে, সমস্যা হবে না। সবাইকে ভালো কলেজে ভর্তি করানো হয়তো সম্ভব হবে না। ভালো ছাত্ররা যে কোন কলেজে ভর্তি হয়ে আগামীতেও ভালো ফলাফলের ধারা অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট হবে। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) দেয়া তথ্য অনুসারে, সারাদেশে সরকারি-বেসরকারি কলেজ মিলে মোট আসন সংখ্যা হচ্ছে মাত্র চার লাখ ৭০ হাজার। এবার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাস করেছে ৯ লাখ ৬০ হাজার ৪৯২ জন। এর মধ্যে সব বোর্ডে মেধাবীর তালিকাও কম নয়। কাঙ্ক্ষিত সোনার হরিণ জিপিএ-৫ পেয়েছে ৮২ হাজার ৯৬১ জন। শুধু এ মেধাবীদের আসন করে দেয়ার মতো প্রতিষ্ঠান ঢাকা ও দেশের বড় শহরগুলোতে নেই।

কাল বৈঠক ডেকেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কলেজ শাখা

রাজধানীতে ভালো মানের ১০-১২টি কলেজে আসন আছে মাত্র ১০ হাজার। ভালো ফলাফলের ভিত্তিতে সামর্থ্যবান মেধাবীরাও ছুটে আসে রাজধানীতে। এর বিপরীতে জিপিএ-৪ এবং তারও কম নম্বর অর্জনকারীদের জন্য এ সংকট আরও তীব্র। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য শহর পর্যায়ের কলেজে বাধ্যতামূলকভাবে ১০ ভাগ আসন সংরক্ষণ করার জন্য কলেজগুলোতে নির্দেশ এবারও বলবৎ থাকবে। এ হার আরও বাড়ানো ভর্তি সমস্যা : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

ভর্তি সমস্যা : মেধাবীরাও

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

যায় কিনা তা বিবেচনা করা হচ্ছে। রাজধানীর সব কয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নানামুখী চাপের কারণে এ নির্দেশনা মানতে পারে না। এবারও ভর্তির ক্ষেত্রে জিপিএ'কে প্রাধান্য দিয়েই ভর্তি করাতে হবে। এরূপ নির্দেশনাই তৈরি হচ্ছে। কোন ধরনের পরীক্ষা ও ভাইভা নেয়া যাবে না। একই সিরিয়ালে একই জিপিএপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী থাকলে সেক্ষেত্রে ভর্তি কমিটি চতুর্থ বিষয় ছাড়া জিপিএ এবং ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞানের বিষয়কে প্রাধান্য দিতে পারবে। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) হিসাব অনুযায়ী, সারাদেশে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তিযোগ্য কলেজ আছে দুই হাজার ৭৯৪টি। এসব কলেজে মোট আসন সংখ্যা চার লাখ ৭০ হাজারের মতো। আর এ বছর উত্তীর্ণ হয়েছে ৯ লাখ ৬০ হাজার ৪৯২ জন। উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তির সুযোগ আছে এমন কলেজগুলোর মধ্যে সরকারি কলেজ ২৪১টি। এগুলোতে আসন আছে ৯২ হাজার ৩৮৬টি। অন্যদিকে বেসরকারি কলেজের সংখ্যা ২ হাজার ৫৪৩টি। এক্ষেত্রে আসন আছে ৩ লাখ ৭০ হাজার ৯১৪টি। সে হিসাবে প্রায় পৌনে চার লাখ শিক্ষার্থীর ভর্তির কোন আসন নেই। ব্যানবেইস সূত্র জানায়, রাজধানীতে মোট ১৩৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী আছে। আর এসব কলেজে মোট আসন আছে ৩৯ হাজার ৫১৯টি। অথচ ঢাকা বোর্ডে পাস করেছে ২ লাখ ১১ হাজার ৭৬১ জন। এদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২১ হাজার ১৪২ জন। এছাড়া জিপিএ-৪ থেকে ৫-এর মধ্যে পেয়েছে ৬০ হাজার ২৪, জিপিএ-৩.৫ থেকে ৪-এর মধ্যে পেয়েছে ৪৩ হাজার ৪৫৯, জিপিএ-৩ থেকে ৩.৫-এর মধ্যে পেয়েছে ৪৩ হাজার ৭৩২, জিপিএ-২ থেকে ৩-এর মধ্যে পেয়েছে ৪১ হাজার ১৮৩ এবং জিপিএ-১ থেকে ২-এর মধ্যে পেয়েছে দুই হাজার ২১৮ জন। নটরডেম কলেজের অধ্যক্ষ বেঞ্জামিন ডি কস্তা বলেন, ভর্তির নীতিমালার প্রতীক্ষায় রয়েছি আমরা। নীতিমালা ও এ ব্যাপারে সরকারি নির্দেশনা পেলেই ভর্তি কার্যক্রম শুরু করা হবে। তার কলেজে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কলেজের আসন বাড়ানো সম্ভব নয়। গত বছর কলেজে কিছু আসন বৃদ্ধি করে একটি সেকশন খোলা হয়েছে। এবারও সেই সেকশন অব্যাহত রাখা হবে।